ছোটোদের গল্প সংকলন

ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

হন্টুর প্রশ্ন	...	৯
মিমি	...	১৩
খিদে	...	৩১
ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড	...	৩৫
ঈশ্বর	...	৪৫
কুকুরছানা	...	৫২
আসল ছবি	...	৫৭
বাঘের আলিঙ্গন	...	৬৪
ডিটেকটিভ	...	৬৮
ভাব	...	৭৮
টাচ থেরাপি	...	৮৬
ভূত	...	৯৮
মিঠির ডায়েরি	...	১০৪
পাখিদের জলসা	...	১০৮
কুড়িয়ে পাওয়া	...	১১১
দেশপ্রেম	...	১১৫
ভাবনা ইচ্ছা চেষ্টা	...	১১৯
রিজেকটেড বাংলো	...	১২৪
বাসা	...	১৩৬
স্বপ্নবেলা ক্লাব	...	১৪২

এইট ফোল্ড পাথ	...	১৫০
ফুল ফোটানোর সাধ	...	১৬১
কনফিউশন	...	১৬৯
সাধুবাবা	...	১৮১
আমি তোমাদের গঙ্গা	...	১৯৪
করোনার ছুটি	...	২০১
বাবুনের মরিশাস	...	২১৪
অরণ্যর চিঠি	...	২৩২

হন্টুর প্রশ্ন

দুপাশে ঘন সবুজ বন। মাঝখান দিয়ে তিরতিরিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট নদী টুয়া। কে যে এমন আদুরে নাম রেখেছে কে জানে! ছোট্টো হন্টুর প্রশ্নবাণে হয়রান হয়ে হনুদিদা উত্তেজিত হয়ে বলল, তোর অত নাম-ধাম নিয়ে কাজ কি বাপু! হনুর ঘরে জন্মেছিস। এডাল-ওডালে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ফল-টল খেয়ে বেঁচে থাকবি। আর বাকি সময়টা ভাই-বেরাদরদের সঙ্গে আড্ডা দিবি। ব্যস, মিটে গেল। তুই তো আর মাস্টারি করতে যাবি না।

হন্টু এবার চেপে ধরল হনুদিদাকে, তুমি তো সারাজীবন এই অন্ধকার বনেই কাটিয়ে দিলে। তুমি কি করে জানলে ওসব মাস্টারি-ফাস্টারির কথা!

হনুদিদা দমবার পাত্রী নয়। বলল, চোখ-কান খোলা থাকলে এমনিতেই অনেক খবর পাওয়া যায়। ওই তো তোদের শিয়ালদাদুর ভাইরাভাই কাছেই কোনো গাঁয়ে থাকে। ভাইরাভাই-এর নেমন্তন্ন পেয়ে সে একবার সেখানে গেছিল এবং এক মাস্টারের তাড়া খেয়ে ভয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ভাইরাভাই-এর কাছেই শুনেছিল— শিয়ালদের মানুষেরা মোটেই পছন্দ করে না। অনেক খারাপ খারাপ গপ্পো বানিয়ে শোনায় নিজেদের বাচ্চা-কাচ্চাদের। আর মাস্টারমশাইরা তো একেবারেই সহ্য করতে পারে না শিয়ালকে। কারণ মানুষেরা সুযোগ পেলেই ব্যঙ্গ করে নাকি বলে—শিয়াল পণ্ডিত!

হন্টুর গালে হাত। বলল, তাই নাকি! আর আমাদের নিয়ে কি বলে মানুষেরা! আমাদের তো শুনেছি পুজো করে ওরা। কি একটা রামায়ণ বলে বই আছে। তাতে নাকি রামভক্ত হনুমান নিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা লেখা আছে!

হনুদিদা বলল, সে যতই পুজো করুক হনুমানের ছবি নিয়ে বা মূর্তি বানিয়ে, আসলে আমাদের মোটেই পছন্দ করে না ওরা। তা না হলে নিজেদের ছোটো বাচ্চা থেকে শুরু করে বুড়োমানুষ পর্যন্ত, যে কেউ কোনো বদমায়েসি করলেই তাকে গালাগাল দিয়ে বলে, বাঁদরামি করছে! বাঁদরদের মতো লালমুখো না হলে কি হবে, ওদের জাতভাই তো বটে আমরা। গায়ে লাগে কিনা বল কথাটা! তাছাড়া

বলে কি—ওদের বাড়িতে লাগানো বড়োবড়ো ফল-টলের গাছে আমরা দলবেঁধে গিয়ে নাকি হামলা করি। খাই, ছড়াই, নষ্ট করে কেটে কেটে ফেলে দিই?

—তা আমরা ওসব করি কেন দিদা? ওদের গাছে আমাদের কি অধিকার?

—তুই থাম দেখি বাপু। ওদের গাছে আবার কি! গাছের ফল খাবার অধিকার কি আমাদের নেই? লোকালয়ে যেসব হনুরা বসবাস করে, তারা খাবে কি তাহলে!

—তারা বনে চলে আসেনা কেন! বনে কত স্বাধীনতা!

—শোন, যারা যে এলাকায় জন্মায়, বড়ো হয়, তারা সেই এলাকাতেই থাকা পছন্দ করে, সে যত অসুবিধাই থাক না কেন! জেনে রাখ, মানুষ খুব বদমাস স্বার্থপর নিষ্ঠুর জাতি। আমার ছোটো বোনটা তো মরেই গেল মানুষের অত্যাচারে।

কেঁদে ফেলল হনুদিদা। হন্টু সিরিয়াস। হনুদিদাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দিল।

চোখের জল মুছে হনুদিদা বলল, বোনটাকে বারবার মানা করেছিলাম—ওরে, বন ছেড়ে লোকালয়ে যাসনা। কিন্তু এক বিচ্ছুর পাল্লায় পড়ে নতুন জায়গায় সংসার করবে বলে চলে গেল লোকালয়ে, সবার কথা অগ্রাহ্য করে। আমরা নাকি বুনো জংলী! তা সেখানে গিয়ে বিরাট সংসার ফেঁদে বসল। ওদিকে অনেক বাগান-টাগান আছে বলে খাওয়া-দাওয়ারও সমস্যা হচ্ছিল না। তবে মাঝে মাঝে মানুষের তাড়া খেয়ে জায়গা বদলাতে হতো।

হন্টু জিজ্ঞেস করল, তারপর কি হলো?

—একদিন তোর ছোটোদাদু এসে খবর দিল—বজ্জাত একটা লোক বোনটাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। কি এমন দোষ করেছিল বল দেখি! হয় কারোর বাগানে ঢুকে পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা খেয়েছে, তেঁতুলগাছের সব তেঁতুল সাবাড় করে দিয়েছে, নয়তো কলাবাগান তছনছ করেছে! এরবেশি তো কিছু নয়। তার জন্যে বন্দুক চালিয়ে মেরে দেবে! আমাদের প্রতিরোধের ক্ষমতা কতটুকু বল! দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখানো, বড়জোর দু-একটা থাপ্পর। কই আমরা তো ওদের মত নিষ্ঠুর হতে পারি না!

আবার হাতের লোম দিয়ে চোখের জল মোছে হনুদিদা।

হন্টু বলল, কিন্তু আমাদের তো প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। তোমার বোন তো সেখানে একলা ছিল না! তার দলবল কিছু করল না!

—করেছে। শুনেছি গুলি খেয়ে কিছুদূর হেঁটে গিয়ে বোনটা বড়োরাস্তার ওপরে শুয়ে মারা গেছিল। ওর দলবল দুদিন ধরে রাস্তা অবরোধ করে রেখেছিল। কোনো মানুষকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। গাড়িঘোড়া চলতে দেয়নি। তারপরে পুলিশ এসে বন্দুক দেখিয়ে ওদের অবরোধ ভাঙতে পেরেছিল। আমরা তো দুর্বল। শক্তিমান বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা কি আমাদের আছে?

—বন্দুকের কাছে আমরা সবাই খুব অসহায়। তাইনা দিদা!

—তুই বন্দুক দেখেছিস না কি!

—বন্দুক দেখিনি, তবে গুলির শব্দ শুনেছি! আমাদের এই বনেই তো মাঝে মাঝে বদমাস বন্দুকবাজ চোরাশিকারীরা হানা দেয়। তোমার বয়েস হয়েছে বুঝতে পারছি দিদা। বেশিদিন আগের কথা নয়। গুলির শব্দ শুনে আমরা বনের আরো ভেতরের দিকে চলে গেলাম না! তুমি দেখছি ভুলেই বসে আছো।